ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতা রচনার পাশাপাশি যে অসংখ্য গল্প উপন্যাসও রচনা করেছিলেন সে কথা তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও বাংলা সাহিত্যের পাঠকের অগোচরে ছিল। মৃত্যুর পরেও একদিন দু'দিনে নয় দীর্ঘদিন ধরে (২০১২ সালে 'প্রতিক্ষণ' থেকে ভূমেন্দ্র গুহ'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দের 'অপ্রকাশিত শেষ ১৪টি গল্প ও ২টি উপন্যাস') জীবনানন্দের কথাসাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতাকর্ম সম্পর্কে যেমন একসময় দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনা হয়েছিল তেমনি তাঁর কথাসাহিত্যের রসাস্বাদনেও পাঠককুল কখনোই বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। জীবনানন্দ দাশ যেখানে আজ কবিতারই সমার্থক শব্দের মত, সেখানে আজও তাঁর কথাসাহিত্যের পাঠক সংখ্যা একটা বিশেষ বর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের মনে হয় কবি জীবনানন্দকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে গেলে, তাঁর কবিতাকর্মের সার্বিক মূল্যায়নের জন্যেও তাঁর কথাসহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনানন্দের অনেক কবিতারই মর্মোদ্‌ঘাটনে সমসময়ে রচিত তাঁর গল্প উপন্যাস আলোকবর্তিকার ভূমিকা নেবে। সেদিক থেকে কথাসাহিত্যের আলোকে তাঁর কবিতাকর্মের মূল্যায়ন বা ব্যাখ্যায় জীবনানন্দের কাব্যের সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক খুলে যাবে। তাছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়, বক্তব্য বা লেখনভঙ্গি কিংবা সমকালীন জীবন চিত্রণের বাস্তবতা রচনার দীর্ঘ সাত-আট দশক পরে আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জীবনানন্দের কথাসাহিত্য অধ্যয়নকালে আমরা লক্ষ্য করি যে তাঁর কথাসাহিত্যের একটি মৌল বিষয় বা প্রবণতা হল দাম্পত্য সম্পর্কের রূপচিত্রণ। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্প উপন্যাসেই এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়টি আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। কেন তাঁর রচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের প্রাধান্য এবং তার স্বরূপই বা কী এ বিষয়ে বিশেষভাবে জানতে এই গবেষণা কর্মে নিরত হই।

একথা ঠিক যে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে লেখকেরা নানাভাবে ভেবে এসেছেন। বিশ শতকের তিরিশ চল্লিশের দশকের বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যেও নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। নরনারীর দাম্পত্য জীবনের চিরাচরিত বিশ্বাস বা ভাবধারার প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এরই এক বিশ্বাসযোগ্য রূপ চিত্রণ ঘটেছে জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে। কিন্তু জীবনানন্দের সমগ্র কথাসাহিত্যে যেভাবে এই সম্পর্কের রূপচিত্রণ মূল বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পায় তাতে একটা প্রশ্ন উঠে আসে — এ কি শুধু কালের প্রতিক্রিয়াজাত,

নাকি এর মূলে অন্য কোনো কারণ আছে? যদি বিষয়টি বিশেষ কালের প্রবণতা হয় তাহলে সমসাময়িক অন্যান্যদের রচনায়ও তা একইভাবে গুরুত্ব পাওয়ার কথা। কিন্তু তা না পেলে কেবল জীবনানন্দের রচনাতেই এই সম্পর্কের প্রাধান্যের কারণটিও অনুসন্ধানের বিষয়।

জীবনানন্দের রচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের রূপ কেমন, কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই সম্পর্ককে দেখার চেষ্টা হয়েছে, প্রথাগত দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে জীবনানন্দের রচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের রূপচিত্রণের স্বতন্ত্রতা কোথায়— জীবনানন্দের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কথাসাহিত্যেই বা এর রূপ কেমন, সর্বোপরি এই দুই পর্যায়ের সাহিত্যিকদের রচনার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্কের স্বতন্ত্রতাই বা কোথায় সেই অনুসন্ধানই আমাদের এই গবেষণার লক্ষ্য।

আমাদের এই অভিসন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়ে** আমরা ব্যক্তি জীবনানন্দকে চিনে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর কথাসাহিত্যে ব্যক্তিজীবনের প্রভাব ও প্রক্ষেপণ বিষয়ে আলোকপাত করেছি। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** বাংলা সাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবর্তনের ধারায় জীবনানন্দের রচনায় চিত্রিত এই সম্পর্কের রূপটিকে চিনে নেওয়ার জন্য জীবনানন্দের পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যে এই সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** কালানুক্রমিক এবং পর্ববিন্যাসের মাধ্যমে জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপটিকে তুলে ধরা হয়েছে। জীবনানন্দ যে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপচিত্রণে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের রচনায় এই সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তা তুলে ধরা হয়েছে **চতুর্থ অধ্যায়ে**। আর উপসংহারে আমাদের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্যে জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপচিত্রণ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আমি এই গবেষণা প্রকল্পের কাজটি সম্পন্ন করেছি। এই প্রকল্প কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান আলোচনা, পরামর্শ ও আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতায় এই কাজটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সেই সঙ্গে যাঁর স্নেহময় আশ্বাস ও সাহসদান এবং শুভকামনা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই গবেষণা কর্মেও আমি প্রতিনিয়ত অনুভব করেছি, আমার মাতৃসম 'ম্যাডাম' (শ্রীমতী তপতী ভট্ট) কেও আমার প্রণাম জানাই।

জীবনানন্দ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্যসমৃদ্ধ পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. নিখিলেশ রায় মহাশয়। তাঁকেও আমার বিনম্র প্রণতি জানাই। পাশাপাশি বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের উৎসাহও আমার এই গবেষণাকর্মে গতি দান করেছে। তাঁদের সকলকে আমার প্রণাম জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি মুহকুমা

পরিষদ গ্রন্থাগার, প্রগতি সংঘ টাউন লাইব্রেরী (মালবাজার) এবং পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের (মালবাজার) গ্রন্থাগার থেকেও আমি নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় (আমার কর্মক্ষেত্র), মালবাজার-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা শ্রীমতী নন্দিতা মুখার্জী এবং কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড. দেবকুমার মুখার্জী ---- তাঁদের স্নেহ, উৎসাহ এবং আন্তরিক সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁদের দুজনকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। শিলিগুড়ি সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. পার্থসারথি দাস এবং শিলিগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রীমতী নমিতা দাস ---- আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় দাদা-বৌদি ---- যাঁদের স্নেহ, উৎসাহ এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা আমার এই গবেষণা কর্মে এক মূল্যবান প্রাপ্তি। তাঁদেরকেও আমার প্রণাম জানাই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগের উপনিয়ামক ড. জয়দীপ বিশ্বাস, আমার প্রিয় 'জয় দা' যিনি এই গবেষণা কর্মের শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন ---- তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মালবাজার-এর বাংলা বিভাগীয় প্রধান সদাপ্রসন্ন ড. তপতী সাহা এবং গ্রন্থাগার সহায়িকা শ্রীমতী তপতী বিশ্বাস ---- তাঁদের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

যার নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া এই কাজটি কখনই সম্পন্ন করা যেত না, গত প্রায় দু'বছর ধরে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে যিনি আমাকে সম্পূর্ণভাবে আমার কর্মে নিয়োজিত থাকার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন ---- আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিষ্ণু সরকার-এর প্রতি রইল আমার গভীর ভালোবাসা। আমার ছোট্ট শিশুপুত্র কিন্তু সবচেয়ে বড় বন্ধু রিপ ---- যে প্রতি মুহূর্তে আমাকে 'বাবা, পড়তে বসো, তাড়াতাড়ি পিএইচডি করো' বলে কর্তব্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দিত, এই কাজটি সম্পন্ন হওয়াতে যে সবচেয়ে বেশী খুশি হবে ---- তাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ জানাই আর অনেক অনেক আদর ও ভালোবাসা।

যাঁদের আত্মত্যাগ, আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা না থাকলে আজ আমি এখানে পৌঁছতে পারতাম না, যাঁদের ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না ---- আমার বাবা, মা ও দাদাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

সবশেষে এই গবেষণা পত্রের নির্দিষ্ট আকার দানে 'মাম কম্পিউটার'-এর সদাহাস্যময় যে মানুষটি সামান্যতম বিরক্তিও না দেখিয়ে সমস্ত রকমভাবে সহযোগিতা করেছেন সেই সুব্রতা দা-কে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।